26 February 2024
National & International News

তেলঙ্গানায় মন্দির আবিষ্কার: চালুক্য রাজ্যের বিস্তৃতির তথ্য উন্মোচন

প্রসঙ্গ:

- তেলেঙ্গানার মুদিমানিক্যম এবং কর্ণাটকের বাদামির মধ্যে প্রায় 500 কিমি দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানগুলি থেকে জানা গেছে যে, নালগোন্ডা জেলার মুদিমানিক্যম নামক একটি গ্রাম একসময় বাদামি চালুক্যদের শাসনাধীন ছিল।

গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- প্রত্নতাত্ত্বিকরা এখানে নদীর তীরে দুটি মন্দির এবং গ্রামের মধ্যে পাঁচটি মন্দির আবিষ্কার করেছেন।
- এছাড়াও, তারা বাদামি চালুক্যদের শাসনকালের একটি শিলালিপি খুঁজে পেয়েছে, যাঁরা **543** খ্রিস্টাব্দ থেকে **750** খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল।
- এই মন্দিরগুলি দাক্ষিণাত্য অঞ্চলের বহুজাতিক বৈশিষ্ট্যকে প্রতিফলিত করে। এখানে একাধিক ধর্ম সহাবস্থান করেছিল।
- ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মেরও স্থান ছিল, যার মাধ্যমে সেই সময়ের ধর্মীয় বৈচিত্র্য প্রদর্শিত হয়।
- একসময় বর্তমান কর্ণাটক এবং অন্ধ্রপ্রদেশ শাসন করা এই রাজবংশের পতনের পরেও এই অঞ্চলে হিন্দু দেবতা বিষ্ণু এবং শিবের উপাসনাকারী ভক্তদের একটি সম্প্রদায় থেকে গিয়েছিল।
- আলমপুরের জোগুলাম্বা মন্দির এবং নিমজ্জিত ইয়েলেশ্বরম সাইটকে চালুক্য বাদামি রাজ্যের সবচেয়ে দূরবর্তী সীমানা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।
- এই নতুন আবিষ্কারগুলি রাজ্যের ঐতিহাসিক বিস্তৃতিকে আরও প্রসারিত করে।

চালুক্য বংশ:
সময়কাল

- চালুক্য রাজবংশ ছিল একটি হিন্দু রাজবংশ যারা ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের এক সুবিশাল অংশ শাসন করেছিলেন।

তাঁরা তিনটি সম্পর্কিত অথচ পৃথক রাজবংশ হিসাবে শাসন করেছিলেন:

বাদামি চালুক্য: এঁরা ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে কর্ণাটকের বাতাপি (আধুনিক বাদামি) থেকে শাসন করতেন।

পূর্বের চালুক্য: দ্বিতীয় পুলকেশির মৃত্যুর পর পূর্ব দাক্ষিণাত্যে একটি স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। তাঁরা প্রায় 11 শতক পর্যন্ত বেঙ্গি থেকে শাসন করেছিল।

পশ্চিম চালুক্য সাম্রাজ্য: বাদামি চালুক্যদের বংশধরেরা দশম শতকের শেষ থেকে 12 শতকের শেষভাগ পর্যন্ত কল্যাণী (আধুনিক বাসবকল্যাণ) থেকে শাসন করে।

স্থাপত্য:
বেসার শৈলী: চালুক্যরা কাঠামোগত মন্দির নির্মাণের সময় বেসার শৈলী

	আবিষ্কার করেছিলেন। এই শৈলীটি নাগারা এবং দ্রাবিড় শৈলীর একটি সংমিশ্রণ। স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য: চালুক্য স্থাপত্যে গুহা মন্দির এবং কাঠামোবদ্ধ মন্দির নকশা উভয়ই রয়েছে। চালুক্য স্থপতিরা স্থাপত্য নকশার জন্য স্টেলেট প্ল্যান বা নর্দার্ন স্টেপড ডায়মন্ড প্ল্যান ব্যবহার করতেন।
সারোগেসি নিয়ম সারোগেসি (নিয়ন্ত্রণ) আইন **2021** ● এই আইনটির লক্ষ্য ভারতে সারোগেসি নিয়ন্ত্রণ করা, নৈতিক অনুশীলন নিশ্চিত করা, শোষণ প্রতিরোধ করা ও অভিভাবক, সারোগেট মা এবং জন্ম নেওয়া শিশুদের অধিকার রক্ষা করা। ● এটি শুধুমাত্র পরোপকারী সারোগেসির অনুমতি দেয় এবং সারোগেট মা ও অভিভাবকদের জন্য নির্দিষ্ট মানদণ্ডের রূপরেখা দেয়। ● এই আইনটি সমস্ত সারোগেসি ক্লিনিকের জন্য রেজিস্ট্রেশন এবং সারোগেট মায়ের কাছ থেকে অবহিত সম্মতি বাধ্যতামূলক করে। এছাড়াও, এটি নির্দিষ্ট কিছু অনুশীলনকে নিষিদ্ধ করে। ● এই আইনের বলে সারোগেসি অনুশীলনের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় এবং রাজ্য সারোগেসি বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হবে। ● এই আইন লঙ্ঘন করলে 10 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড এবং 5000 থেকে 10 লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।	প্রসঙ্গ: ● সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার 21শে ফেব্রুয়ারি সারোগেসি (নিয়ন্ত্রণ) নিয়ম, **2022** সংশোধন করেছে। এই নিয়ম বিবাহিত দম্পতিদের সারোগেসির জন্য দাতার ডিম্বাণু বা শুক্রাণু ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। এতে, চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিরা স্বস্তি পেতে চলেছেন। গুরুত্বপূর্ণ দিক: ● সারোগেসি হল একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন মহিলা (সারোগেট মা) একটি দম্পতির (অভিপ্রেত পিতামাতার) জন্য একটি শিশুকে বহন করে এবং প্রসব করেন। এটি বর্তমানে একটি জটিল এবং বিকশিত ক্ষেত্র। ● এর দুটি প্রধান প্রকার রয়েছে। এক, ঐতিহ্যগত সারোগেসি, যেখানে সারোগেট মা এবং শিশুর জৈবিক মা একই ব্যক্তি। দুই, গর্ভকালীন সারোগেসি, যেখানে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ) এর মাধ্যমে সৃষ্ট একটি ভ্রূণ সারোগেট মায়ের জরায়ুতে রোপণ করা হয়, যা তাকে জিনগতভাবে শিশুর সঙ্গে সম্পর্কিত করে না। ● সারোগেসি (নিয়ন্ত্রণ) আইন **2021** কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে ভারতে, সারোগেসিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা গেছে। এই আইনটি বাণিজ্যিক সারোগেসিকে নিষিদ্ধ করে এবং পরোপকারী সারোগেসির অনুমতি দেয়, যেখানে একজন মহিলা স্বেচ্ছায় চিকিৎসা ব্যয়, বীমা এবং কোনো আর্থিক ক্ষতিপূরণ ছাড়াই অভিপ্রেত পিতামাতার জন্য সারোগেট হিসাবে কাজ করতে পারেন।

একটি প্রাইভেট ফার্ম দ্বারা প্রথম চন্দ্র অবতরণ	প্রসঙ্গ: ● 2024 সালের 24শে ফেব্রুয়ারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত। এই দিনে ইন্টুইটিভ মেশিন দ্বারা নির্মিত ওডিসিয়াস ল্যান্ডার সফলভাবে চাঁদে অবতরণ করেছিল। গুরুত্বপূর্ণ দিক: ● **1972** সালে নাসার অ্যাপোলো প্রোগ্রাম বন্ধ হওয়ার পর এটি প্রথমবারের মতো চন্দ্রপৃষ্ঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাবর্তনকে চিহ্নিত করে। ● ইনটুইটিভ মেশিনের সফল অবতরণ মহাকাশ অনুসন্ধানে একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক চিহ্নিত করে। এর মাধ্যমে চন্দ্র অভিযানে বেসরকারি খাতের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা বোঝা যায়। ● ভবিষ্যতে আরও পরিকল্পিত মিশনের সাথে, চন্দ্রপৃষ্ঠ আরও অন্বেষণ এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে।
CE-20 ইঞ্জিন 	প্রসঙ্গ: ● ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) 21শে ফেব্রুয়ারি **CE-20** রকেট ইঞ্জিনের সফল মানব-রেটিং (হিউম্যান রেটিং) ঘোষণা করে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। ● এই দেশীয় ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন, GSLV Mk III (বর্তমানে **LVM-3** নামে পরিচিত) লঞ্চ ভেহিকেলকে চালানোর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এটি ভারতের মহাকাশ অনুসন্ধান প্রচেষ্টা, বিশেষ করে আসন্ন গগনযান মিশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়। গুরুত্বপূর্ণ দিক: ● ISRO তিনটি ক্রায়োজেনিক ইঞ্জিন তৈরি করেছে। এগুলি হল: KVD-1, CE-7.5, এবং CE-20। ● CE-20 ইঞ্জিন গ্যাস-জেনারেটর চক্র ব্যবহার করে এবং CE-7.5 ইঞ্জিনের তুলনায় এটি নির্মাণ এবং পরীক্ষা করা সহজ, যা পর্যায়-দহন চক্র (স্টেজড কম্বাশন সাইকেল) ব্যবহার করে। ● CE-7.5 ইঞ্জিনের উচ্চতর জ্বালানি-ব্যবহারের দক্ষতা থাকা সত্ত্বেও, **CE-20** ইঞ্জিনটি উচ্চতর সর্বোচ্চ থ্রাস্ট অর্জন করে। ফলত, এটি **LVM-3** লঞ্চ ভেহিকল এবং গগনযান মিশনের জন্য আদর্শ।

Copyright © by Adda247

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Adda247.